জাকসু নির্বাচন

ওএমআর মেশিন ও ব্যালট পেপার নিয়ে প্রশ্ন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন ঘিরে বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। ফজিলাতুন্নেসা হলে ভোটদান শেষে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস - সাজ্জাদ নয়ন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

প্রকাশ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৮:১৮

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্যালট পেপার এবং ওএমআর মেশিন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নির্বাচনের দিন গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন ভোট হাতে গণনা করা হবে– জানানোর পর এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ছাত্রদল, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) ও প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের চার প্যানেল ব্যালট পেপার ছাপানো এবং ওএমআর মেশিনের ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর এক নেতার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এনেছে। তাদের দাবি, জামায়াত নেতার কোম্পানি থেকে ব্যালট পেপার ছাপানোয় এ নির্বাচন নিরপেক্ষতা হারিয়েছে। মোট ভোটার ১১ হাজার ৮৩৯ হলেও বেশি ছাপানো হয়েছে এক হাজার ৪০০ ব্যালট। বাড়তি ১০ থেকে ২০ শতাংশ ব্যালট শিবিরকে দেওয়া হয়েছে কিনা– এমন প্রশ্নও ছাত্রদল এবং বাগছাসের নেতাদের।

নির্বাচন কমিশন জানায়, ব্যালট পেপার কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে সেটির ব্যাকআপ হিসেবে বাড়তি কিছু ছাপানো হয়েছে।

জানা যায়, নির্বাচনের জন্য এইচআর সফটবিডি নামে একটি কোম্পানি থেকে ব্যালট পেপার এবং ওএমআর মেশিন আনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কোম্পানিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রোকমনুর জামান রনির বিরুদ্ধে জামায়াত-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ছাত্রদল ও বাগছাস নেতাদের।

ছাত্রশিবিরের প্যানেলকে বিজয়ী করার জন্য এটি করা হয়েছে– এমন দাবির মুখে নির্বাচন কমিশন ভোরে ওএমআর মেশিনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে হাতে গণনার ঘোষণা দেয়। তবে এই কোম্পানি থেকে ছাপানো ব্যালট পেপারেই গতকাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বাগছাস সমর্থিত ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ বলছে, জামায়াত-সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে ব্যালট পেপার এবং ওএমআর মেশিন সরবরাহ করায় নির্বাচন নিয়ে আমাদের সন্দেহ তৈরি হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যালট পেপার ছাপিয়ে শিবিরের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের দেওয়া হয়েছে- এমন আশঙ্কাও আমরা করছি।

ছাত্র ইউনিয়ন (অদ্রি-অর্ক) সমর্থিত জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোট ছাড়াও ইন্ডেজেনাস স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সমর্থিত ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী শরণ এহসান বলেন, ব্যালট পেপার বিষয়ে আমরা শুরু থেকেই কথা বলেছি। রাজনৈতিক কোনো দলের প্রতিষ্ঠান থেকে না নিয়ে প্রশাসন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থেকে নিলে নিরপেক্ষতা বজায় থাকত। নির্বাচন কমিশন আমাদের অনুরোধে সাড়া না দিয়ে জামায়াত-সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে ব্যালট পেপার ছাপিয়েছে।

ব্যালট পেপার ছাপানো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জামায়াত-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ছাত্রশিবির। তাদের সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম বলেন, প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জামায়াত-শিবিরের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। প্রতিষ্ঠানটির ব্যালট পেপার এবং ওএমআর মেশিন ঠিক আছে কিনা- তা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন তোলা উচিত ছিল।

তবে অতিরিক্ত ব্যালট ছাপানো নিয়ে ছাত্রশিবিরও অভিযোগ করেছে। সংগঠনটির প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফ উল্লাহ বলেন, শহীদ সালাম বরকত হলে ভোটার ২৯৯ জন। অথচ ওই কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পাঠানো হয়েছে ৪০০টি। এই ১০১টি অতিরিক্ত ব্যালট পেপার কেন- আমাদের এ প্রশ্নে কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। কেন বেশি এসেছে- তাও তিনি জানেন না; বলেছেন।

বিষয় : জাকসু